

"মতবাদ" বা "Ism"। অর্থাৎ "যুক্তিবাদ" শুধু বিচার বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দা-কানুন নয়, "যুক্তিবাদ" একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন, একটি বিশ্বনিরীক্ষণ পদ্ধতি, একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি।

যুক্তিবিদ্যায় সিদ্ধান্তগ্রহণের পদ্ধতি :

Logic বা তর্কশাস্ত্র-এ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুটি পদ্ধতি আছে। যথা- (১) ডিডাকশন (Deduction) বা অবরোহ (২) ইন্ডাকশন (Induction) বা আরোহ।

এ সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যায় যে :

(১) অবরোহ বা ডিডাকশন (Deduction) হলো- কোন ব্যাপক বা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে পৌঁছানোর কায়দা। ধরা যাক, বলা হলো "সব মানুষই মরণশীল" এবং আরোহ বলা হলো "রহিম সাহেব একজন মানুষ"। তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, "রহিম সাহেব মরণশীল"।

..... এই পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রহিম সাহেব একই সঙ্গে অমর ও মরণশীল হতে পারেন না। যেকোন একটি তাকে হতেই হবে। কিন্তু তিনি অমর হলে প্রথম বাক্য "সব মানুষই মরণশীল"-এর বিরোধীতা করা হয়। অর্থাৎ রহিম সাহেব মানুষ নন। কিন্তু রহিম সাহেব মানুষ হলে তাকে মরণশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন "সব মানুষ মরণশীল"-এই সাধারণ সত্য থেকে আমরা একজন বিশেষ মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। অর্থাৎ বহুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত থেকে একের বিষয়ে নেমে এসেছি। এটাই অবরোহমূলক যুক্তি এবং এই অবরোহমূলক যুক্তির পিছনে আছে আত্মবিরোধীতা বা স্ববিরোধীতা না করার নীতি, যাকে ইংরেজীতে বলে "Law of non self-contradiction" এবং তার সাথে আছে "জগৎ সংসার স্ববিরোধী নয়"-এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি।

(২) আরোহ বা ইন্ডাকশন (Induction) হলো- কোন বিশেষ ঘটনা বা সত্য থেকে পাওয়া তথ্য থেকে একটি ব্যাপক বা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

ধরা যাক, বলা হলো : "করিম সাহেব" পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

"জলিল সাহেব" পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

"রহমান সাহেব" পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

"আকবর সাহেব" পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

..... এমনি করে অসংখ্য পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়া ব্যক্তির উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল যে, পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার কারণে মারা গেছেন। এরূপ অসংখ্য ব্যক্তির উপর পরীক্ষা চালানোর ভিত্তিতে বলা যায়, "যে পটাশিয়াম সায়ানাইড খায়, সে মারা যায়।" এখন যত বেশী সংখ্যক লোকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হবে, ততই সিদ্ধান্তটি সঠিক হবে।

আরোহমূলক যুক্তির পিছনে কয়েকটি মৌলিক নীতি বা Principle রয়েছে। যেমন :-

(i) "প্রত্যেকটি ঘটনারই কারণ রয়েছে, যাকে ইংরেজীতে বলে Law of Causation।"-এই প্রত্যয় না থাকলে 'মৃত্যু'র আদৌ কোন কারণ আছে কি না তা নিয়ে সংশয়ে পড়তে হয় এবং পূর্ববর্তী ঘটনার কারণ খোঁজার প্রশ্নই আসে না।

(ii) "একই কারণ সবসময় একই ফল দেবে বা Law of Uniformity of nature।"- এই প্রত্যয় না থাকলে অসংখ্য লোক পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরলেও সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যেত না।

(iii) "অনুসন্ধান বা গবেষণা করলে প্রতিটি ঘটনারই কারণ সম্পূর্ণ বোধগম্য হতে বাধ্য।"- এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাস করলেও কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এর ক্ষেত্রে এক পাও এগোনো যাবে না। যদি ভাবা হয় মৃত্যুর কারণ থাকলেও তা জ্ঞান বা বুদ্ধির অগম্য, তাহলে পটাশিয়াম সায়ানাইড বা ঐ জাতীয় কোন বাস্তব বিষয়ের মধ্যে কারণ খোঁজে বেরানোর কথা মাথাতেই আসা উচিত নয়।

..... উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবরোধ বা আরোধ যে ধরনেরই যুক্তি প্রয়োগ করি না কেন, কতগুলো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। যেমন : স্ববিরোধীতা করা চলবে না, প্রতিটি ঘটনারই কারণ খোঁজতে হবে, কারণগুলো সর্বজনীন হবে এবং কারণগুলো বুঝা যাবে।

এখন যে প্রশ্নগুলো উঠে আসে, কার স্ববিরোধীতা না করা, কিসের ঘটনা, কিসের কারণ, কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, কিসের বোধগম্যতা? ইত্যাদি।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে, যখন এক পরিবর্তনশীল বস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এগুলো চিন্তা করি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করি এবং যেকোন সফল স্বার্থক ইতিবাচক চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ চিরকালই তাই করে আসছে। "যুক্তিবাদ" তাই আসলে "বস্তুবাদ"। বস্তুময়তা এবং বাস্তব পরিবর্তনশীলতার ধারণা ছাড়া যুক্তি, লজিক একেবারেই দাঁড়ায় না। বস্তু-পরিবর্তন-যুক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে বাধা। একমাত্র বিমূর্ত চিন্তা ছাড়া যুক্তির অস্তিত্ব আমরা অন্য কোথাও অবহেলা করতে পারি না।

যুক্তিবাদ তাই আমাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আমাদের আত্মগ্নতা ও বহিমুখীতা উভয়েরই সঙ্গী। যুক্তিবাদ মানে একটি গোটা বিশ্ববীক্ষা অর্থাৎ গোটা বিশ্বনিরীক্ষণ পদ্ধতি, স্ববিরোধীতাহীন জীবনদর্শন।

বাংলাদেশে যুক্তিবাদ :

আমাদের বাংলাদেশে যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা, তার মধ্যে যেমন রয়েছে প্রগতিশীল উপাদান তেমন রয়েছে কুসংস্কার, অপবিশ্বাস আর অন্ধবিশ্বাসের একদিক। অন্ধকার, অপবিশ্বাস, অতিকথন আমাদের চেতনাকে সুদীর্ঘকাল ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যার ফলে আমাদের দেশে জ্বীন-ভূত, রক্ত-পাথর, তাবিজ-কবজ, পানিপড়া, ঝাড়ফুঁক, পীর-ফকিরদের যেমন রমরমা রাজত্ব ঠিক তেমনি বাংলাভাই, ইংরেজীভাই নামধারীদের দিয়ে মৌলবাদী রাজনীতির প্রবল বিকাশ ঘটতেছে। সুদীর্ঘকাল ধরে আচ্ছন্ন চেতনার দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন ব্যাপার। বিখ্যাত বস্তুবাদী লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর

"চেতনার দাসত্ব" গ্রন্থে এজন্যই বলেছিলেন : "মানুষ জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মধ্যে ওঠাকে বিরাট হিম্মত মনে করে। সমাজের গোঁড়ামি ভেঙ্গে তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মধ্যে ওঠার চেয়ে অনেক বেশি সাহসের কাজ।"

বাস্তবিকই বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী হওয়া কঠিন ব্যাপার। প্রচলিত স্রোতের নিয়মনীতি, প্রথা, অন্ধ-আনুগত্য, অপবিশ্বাস ভেঙ্গে সাহসীরাই পারে যুক্তিবোধকে হাতিয়ার করে দাঁড়াতে।

"যুক্তিবাদ" কথাটি আমাদের স্বকপলকল্পিত নয়। মানুষের দর্শন ও চিন্তা জগতে যুক্তিবাদের স্ফুরণ ঘটেছে প্রাচীন কাল থেকেই। গ্রীসের আয়োনিয়ার বস্তুবাদী দর্শন, ভারতীয় লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন, পশ্চিম এশিয়ার মোতাজিলা দর্শন, ফরাসী বিপ্লব, ইউরোপের রেনেসাঁ, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ইত্যাদির মধ্যে যুক্তিবাদী ভাবধারার যে প্রকাশ ঘটেছিল আন্তর্জাতিকভাবে আমরা সেই ঐতিহ্যের অনুসারী। জাতীয়ভাবে আমরা বিভিন্ন লোকজমত, বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তির যুক্তিবাদী ভাবধারার উত্তরসূরী।

বাংলাদেশে বিভিন্ন বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী সংগঠন বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ নাম উল্লেখ করা যায় : বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল প্রভৃতি। আবার প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই সময়ে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, মানবতাবোধে উদ্ধুদ্ধ ব্যক্তির মিলে গড়ে তুলেছেন "মুক্তমনা" নামের আন্তর্জাল (www.mukto-mona.com)। এই "মুক্তমনা" ওয়েবসাইটের পঞ্চবার্ষিকী উপলক্ষে আজকের এই সেমিনারের আয়োজন। "মুক্ত-মনা" ২০০১ সালের ২৬শে মে অতি অল্প সংখ্যক সদস্য নিয়ে গড়ে উঠে। এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশে মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ প্রসারের উদ্দেশ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। বাংলা ভাষাভাষীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে মুক্তমনার মডারেটর অভিজিৎ রায় লিখেছেন "আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী" নামক একটি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, যা এরই মধ্যে বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। মুক্তমনার তরফ থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে "স্বতন্ত্র ভাবনা" ও "বিবর্তনের পথ ধরে" নামক আরো দুটি বিজ্ঞানমনস্ক এবং বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। শুধু গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়েই নয়, মুক্তমনা এই বছর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পালন করেছে "ডারউইন দিবস"। এছাড়া অনেক আগে থেকেই পালন করে আসছে "আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস", "মানবাধিকার দিবস", "পৃথিবী দিবস" ইত্যাদি। মুক্তমনা নানা সময়ে বাংলাদেশের সেক্যুলার অ্যাক্টিভিস্টদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা ছাড়াও হুমায়ুন আজাদ ফাউন্ডেশন গড়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা প্রদান করেছে। যশোহরের ডুমুরতলা গ্রাম নিবাসী কৃষক যুক্তিবাদী রনজিৎ বাওয়ালীকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছে। রৌমারীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করে দিয়েছে। পাকিস্থানে ব্লাসফেমী আইনের শিকার সেক্যুলারিস্ট ড. ইউনুস শায়খ-এর মুক্তির জন্য মুক্তমনা ভূমিকাতো গৌরবউজ্জ্বল। এছাড়াও মুক্তমনা বিভিন্ন সময়ে নানা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে, যা নানা সময়ে প্রশংসিত হয়েছে।

মুক্তমনা বাংলাদেশে বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী সমাজ বিনির্মাণে সচেষ্ট। কিন্তু এই কুসুমকোমল নয়। এজন্য বাংলাদেশের সকল ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। আমি মুক্তমনার আশু সাফল্য কামনা করি। ধন্যবাদ, সবাইকে।

:::::

তথ্যসূত্র :

(১) মফিজুর রহমান রুনু; যুক্তিবাদ চেতনামুক্তির লড়াই; পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

(২) প্রবীর ঘোষ; সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।

(৩) www.mukto-mona.com

;;;;;

অনন্ত বিজয় দাশ : ছাত্র, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

যোগাযোগ : ananta@inbox.com

;;;;;